REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৩শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩২৮ ইংরাজী 9th November 1921. | ২৪শ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিলে বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পত্রেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে —বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২৲ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুষমময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৷/০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা---বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং'র
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিং ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এস, আর, সি, পি, এস,আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

টাকার অষ্টোত্তর শতনাম।

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ। টাকার যত প্রকার নাম হইতে পারে তাহা কৌশলে কবিতায় লিখিত হইয়াছে। একবার পড়িয়া হাসিবেন ও বন্ধু-বান্ধবকে দেখাইবার ও হাসাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিবেন না। মূল্য মাত্র ৵০ এক আনা। ৫ এক পয়সার ছয় খানা ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া যায়।

ম্যানেজার জঙ্গিপুর সংবাদ অফিস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৩শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩২৮ সাল।

ধানের দফা রফা।

—:০:—

আজ জল হয় কাল জল হয় করিয়া কার্ত্তিক মাস শেষ হইতে চলিল; এক ফোঁটাও বৃষ্টিপাত হইল না। এতদঞ্চলের জমিগুলি অধিকাংশই ইন্দ্র প্রসাদে আবাদ হইয়া থাকে। পুতিবার সময় বিলম্বে বৃষ্টিপাত হইলেও ধার কর্জ্জ করিয়া চাষারা পেটে কাপড় বাঁধিয়া কোনরূপে জমিগুলি আবাদ করিয়া দেনদার হইয়া পড়িয়াছে। আশা ছিল ধান কাটিয়া দেনা শোধ করিবে। আশা প্রায় নির্ম্মূল হইতে চলিল। অধিকাংশ জমিই ফাটিয়া গিয়াছে, ধান্যের গর্ভ হইতে শীষ বাহির হইতে পারে নাই। যা'ও বা বাহির হইয়াছিল জলাভাবে চাউল জন্মিতে পায় নাই কেবল পাতান হইয়া আছে। সর্ব্বশস্যের প্রধান ধান্যের এবম্বিধ দশা দেখিয়া হাহাকার পড়িয়াছে!

জঙ্গিপুরে শান্তিসেনা।

—০—

জঙ্গিপুরে মাদারীপুরের কয়েক মূর্ত্তি শান্তি সেনা শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই বয়স কম। তাঁহাদের ব্যবহার দেখিলে ও কথাবার্ত্তা শুনিলে তাঁহাদিগকে মহাত্মাজীর এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বলিয়া ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। জঙ্গিপুরে ও রঘুনাথগঞ্জে দুইদিন দুইটী সভা আহূত হইয়াছিল। জঙ্গিপুরের সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার এবং রঘুনাথগঞ্জে সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার মোক্তার মহাশয়। শান্তি সৈনিকগণের মধ্যে বালক শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত বামনদাস চক্রবর্ত্তী হৃদয়গ্রাহী ভাষায় অহিংস অসহযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া তথাকথিত প্রবীণ প্রবীণ স্থানীয় নেতৃবৃন্দেরও অধোবদন হইতে হইয়াছিল। সভাস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষু[illegible]স্ত্রমেধ যজ্ঞও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীতে ভোট যুদ্ধ।

—•—

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনরগণের রাজত্বকাল শেষ হইতে চলিল। আগামী ৭ই ডিসেম্বর ভাবী কমিশনরগণের নির্ব্বাচনের দিন ধার্য্য হইয়াছে। এবারে চীৎকার করিয়া ভোট দিতে হইবে না। কাগজে ঢেরা সহি করিয়া ভোট দেওয়া হইবে। এবারে চক্ষু লজ্জা, ভয়, খাতির ইত্যাদির আপদ নাই। সরকার সে সব চুকাইয়া দিয়াছেন। এবারে ইচ্ছা করিলে ভোটারগণ নিজের ইচ্ছামত ভোট দিতে পারিবেন। এখনও নির্ব্বাচনের অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু প্রার্থীগণ এখন হইতেই আনাগোনা ও কান্দাকান্দা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাচীন কমিশনরগণ বেলোটে ভোটের জন্য উলট পালটের ভয়ে ভীত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। ভোটারগণের 'যে যার নয়নে লাগে ভাল' তাহাকেই ভোট দিবেন কাজেই সেগুড়ে বালি। পূর্ব্বে হইতেই লঙ্কা ভাগ চলিবে না। কেননা এবার না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই।

হাওড়ার হাঙ্গামা।

-:০:—

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় হাওড়ার মাঠে হাওড়া ডিষ্ট্রীক্ট খেলাফৎ কমিটির উদ্যোগে এক সভা হয়। সভায়, বিদেশী কাপড় বর্জ্জন ও চরকা চালানো সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। সভা ভাঙ্গে রাত্রি দশটায়। সভাভঙ্গের পর একটি ১২।১৩ বছরের ছেলে রাস্তা দিয়ে বই বিক্রী উপলক্ষে গান গেয়ে চলে যাচ্ছিল। ছেলেটির মুখে মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনে একজন শাদা চামড়া-ছাওয়া জীব ছেলেটিকে ধমকিয়ে গান গাইতে নিষেধ করে। কয়েকজন পথিক এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় শ্বেতাঙ্গ প্রভু কারণ দর্শাবার জন্য তাঁদের নিয়ে পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর কাছে হাজির হন। হাজির হওয়া মাত্র আরও দু'জন শ্বেতাঙ্গের সেখানে অকস্মাৎ ধুমকেতুর মত আবির্ভাব! আর সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন—'এদের মধ্যে কে সাহেবকে গালি দিয়েছে?' সাহেব প্রথমতঃ থতমত খেয়ে পরে কালাদের একজনকে দেখিয়া দেওয়া মাত্র কালার কাঁধে শাদার হাত, আর কালার গলা ধরে টান! কালার দল এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় ৬০।৭০ জন লগুড়ধারী কনেষ্টবল ও ৪ জন শ্বেতাঙ্গ সার্জ্জেণ্ট হাজির। আর হাজির হলেন—পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চণ্ডী বাবু। শাদায় কালায় বচসা হচ্ছে দেখে সেখানে দু'শ আড়াই শ' লোকও ব্যাপার কি দেখবার জন্য জমায়েৎ হয়েছিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সকলকে স'রে যেতে বলেন। ফলে সকলেই যায় খেলাফৎ-কর্ম্মীরাও চ'লে যান। তাঁর পথে যেতে যেতে শিবপুর অঞ্চলে একটা গোলমাল শুনতে পেয়ে গিয়ে দেখেন—কতকগুলো কনেষ্টবল একটা জনসঙ্ঘকে লক্ষ ক'রে মুখে বলছে—"হঠো" "হঠো", আর হঠবার আগে বেচারীদের বেওয়ারিশ পিঠের উপর লাঠির ঘা। এইখানে হাঙ্গামার সময় শোনা গেল—হাবড়ার থানা থেকে বন্দুকের শব্দ। কিছুক্ষণ পরে শিবপুরের থানার দিক হইতে বন্দুকের আওয়াজ। পরদিন শোনা গেল—আলি মহম্মদ নামে একজন খেলাফৎ কর্ম্মী রাত্রিতেই গুলির ঘায় মারা গেছেন। আরও কয়েকজন গুরুতর আঘাতে মৃতপ্রায় ও জখম। এই হ'ল কালার পক্ষের খবর।

শাদার দলে কাগজে বেরিয়েচে—হাওড়ার দাঙ্গার ফলে—একজন কনেষ্টবল মারা গিয়েছে, একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ও বহুলোক জখম হয়েছে।

হাওড়ার কংগ্রেস কমিটি ও খেলাফৎ কমিটি দুয়ে মিলে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার অনুসন্ধান কমিটি বসিয়েছেন। কমিটিতে আছেন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু ও মৌলবী মজিবর রহমান।

এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করবো না।

আর এই গুলি-চালানো ব্যাপারটাও তো এবার নতুন নয়, সুতরাং এতে আমরা আদৌ বিস্মিত হয় নি। সোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, অসহযোগ নিরুপদ্রপ রাখতে চাইলেও তা থাকবে না, কেননা জাতিকে যে এমনি করেই ঘাত-প্রতিঘাতে তৈরী হ'তে হবে।

বিজলী।

আশীর্ব্বচনং।

—:০:—

শ্রীগনেশং নমস্কৃত্য দীনেশং শ্রীহরিং শিবং।
সারদা সগুরুমগ্নিং ভক্ত্যা চ পরয়া মুদা॥
অস্যাং নগর্য্যাং বহবশ্চিকিৎসকাঃ
একোঽস্তি তেষু শ্রীহরেন্দ্র বাকচী।
অস্ত্র-প্রয়োগে নিপুণোঽতি ধীরঃ
স মাম্ রুজার্ত্তং নিরুজং চকার।
মমগ্রীব গতং গ্রন্থিং ভেদয়িত্বা বহিস্কৃতঃ।
বহ্বল্পেন কালেন লঘু-হস্তেন লীলয়া।
শ্রীমান্ রাসবিহারী চ বন্দ্যোপাধ্যায় সংযুত।
অন্বেষণং সাহায্যঞ্চ কৃতবান্ কৃপয়া তদা॥
উভৌ ব্রহ্মকুলোৎপন্নৌ অস্ত্রশাস্ত্র বিশারদৌ।
বর্দ্ধেতাম্ পুত্রসহিতৌ ধনধান্য সমাকুলৌ॥

আঃ শ্রীরাজবল্লভ দেবশর্ম্মা।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের সম্মিলনে স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের সচিব মাননীয় সার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৫)

আর্থিক সমস্যা।

সমস্ত বাঙ্গালার "বোনিফিকেসন" পদ্ধতি পুরাদস্তুর ও রীতিমতভাবে চালাইতে হইলে যে পর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। এ টাকা কোথা হইতে আসিবে? আর্থিক হিসাবে গবর্ণমেণ্টের অবস্থা তেমন সুবিধার নহে। শাসন সংস্কারের (Reform Scheme) পর এইরূপ কোন প্রাদেশিক কার্য্যের জন্য আপনারা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশা করিতে পারেন না। অথচ এ টাকা যোগাড় করিতেই হইবে, দেশ বাসীর প্রাণ বাঁচাইতে হইবে। ঋণ করা ছাড়া আর গত্যান্তর নাই। পৃথিবীর যে সকল দেশে একটা স্থায়ী মঙ্গলজনক কার্য্য করিতে হইয়াছে সেইখানেই সে কার্য্যের জন্য আবশ্যকীয় টাকা ঋণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সম্মুখেই রহিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা যাহা ছিল এখনকার কলিকাতা তাহা নহে। ইহা এখন ভারতের মধ্যে একটা স্বাস্থ্যকর নগরী। জল সরবরাহ ও আবর্জ্জনা নিকাশের বন্দোবস্তের ফলে ব্যাধির আকরস্বরূপ একটা জলাভূমি এসিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর নগরীতে পরিণত হইয়াছে। ঋণ করিয়াই এই ব্যাপারের অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছে। আমার মনে হয় উহাই যুক্তিযুক্ত, ঋণ করা পদ্ধতিই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য; কারণ এইরূপ স্থায়ীয় মঙ্গলজনক কার্য্যের ফলে আমাদের এবং আমাদের বংশধরগণের উভয়েরই উপকার হয়, সেইজন্য সম্পাদনের বোঝা উভয়ের স্কন্ধে অর্পিত হওয়াই ঠিক। আমি প্রস্তাব করি যে সমগ্র প্রদেশে সকল বিভাগে ম্যালেরিয়া প্রতীকারের জন্য কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ করা হউক, এবং সেই নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিমতে রীতিমত ভাবে কার্য্য করা হউক এবং উহার খরচ ধার করিয়া সংগ্রহ করা হউক। আমি জানি যে গত এপ্রেল মাসে স্যর নীলরতন সরকারের সভাপতিত্বে স্যানিটেরী কনফারেন্সে (স্বাস্থ্য পরিষদে) এই ভাবের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল আবার ব্যবস্থাপক সভার স্বাস্থ্য শাখার সমিতিতে (Standin[g] Committee of Public Health of the Legislati[ve] Council) উক্ত প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছে। আমি আপনাদিগকে এ প্রস্তাব অনুমোদন করিতে অনুরোধ করিতেছি। অবশ্য ব্যবস্থাপক সভাকে ঋণগ্রহণ ব্যাপারে সম্মতি দিতে হইবে এবং এই জাতীয় মহাকার্য্যের জন্য অর্থ ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু আপনাদিগকে জনমত পরিচালিত করিয়া তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। আপনাদিগকে, সংবাদপত্রের প্রতিনিধিবর্গকে, এই জাতীয় মহাসমস্যা সমাধানকল্পে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমার বিশ্বাস যে আমার এই অনুরোধ ব্যর্থ হইবে না।

দারিদ্র্য ও ম্যালেরিয়া।

আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে অনেকটা দারিদ্র্য বশতঃই বাঙ্গালায় প্রকোপ এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দারিদ্র্য দূর করিলে ম্যালেরিয়াও দূর হইবে। এই অভিমত একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না, ইহা আলোচনার অযোগ্য নহে বা একেবারে অসত্য নহে। বাস্তবিক পক্ষে দারিদ্র্যবশঃ লোকের দেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে রোগের আক্রমণ রোধ করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়।

নীলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুর এডিঃ মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৮ই নভেম্বর ১৯২১।

—০—

৩১ মণি ডিঃ ইয়ারমহম্মদ মণ্ডল দেঃ ভক্তিভূষণ দাস দিং

দাবি ৪৫৷৵৩ মৌঃ সাহাজাদপুর ৪৷৷০ কাত ৪৷৷০ আঃ ৩০৲। ঐ মধ্যে।০ কাত ৮৶০ আঃ ৫৲। তদুপরিস্থিত বাঁশ ১ থোপ গুস্তি আন্দাজ ৮।৯ টা একখানি দেওয়াল ঘর মায় চালছাপর চৌকাট কপাট ইত্যাদি সহ তলস্থ জমি।

১১০ থাং ডিঃ স্বরসতী দেবী দেঃ এব্রাহিম সেখ দিং দাবি ১৬৮৶০ পং দশহাজারী মৌঃ [সা]হানগর ৩৵৷০ কাত ৬৲১২ আঃ ৮৲

১৩৩ থাং ডিঃ ভূধরবালা [...] দেঃ পুছান সেখ দাবি ২২।৵৩ পং মুরারীপুর মৌঃ আনুয়ালী ৩৷৷ কাত ৩৷৷০ আঃ ১৫৲

৬৩ থাং ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে দেঃ বিনোদিনী দাসী দিং দাবি ২১০৷৷৵৩ পং কুণ্ডরপ্রতাপ মৌজে জগতাই ১২৵০ কাত ১৭৷৷০ আঃ ১০০৲

১০৯ থাং ডিঃ সরোজজীবন রায় দিং দেঃ ফকির মণ্ডল দিং দাবি ৯।৶৯ পং নওয়ানগর মৌঃ নিস্তা ৩৵০ কাত ২।৵০ আঃ দেওয়া নাই।

১১৮ থাং ডিঃ পঙ্কজকুমার দাস দেঃ আবদুল অহেদ সেখ দিং দাবি ১০৷৷০ পং গনকর মৌঃ শুজাপুর ৩৮৪ কাত ৪৷৷১। আঃ ৫৲

১৩০ থাং ডিঃ নাবালক জগদিন্দ্রনাথ চৌধুরী দিং দেঃ তুমেজ সেখ দিং দাবি ৩৪৴৬ পং ঐ মৌঃ চাঁদপুর ৪৮৪ কাত ৭।৶০ আঃ ৩০৲

৯৬ থাং ডিঃ অশ্বিনীকুমার সরকার দেঃ মনোহর দাস দিং দাবি ৩৫৷৷৵৬ পং জোয়ার বিরাহিমপুর মৌঃ দিয়ারমানিকচক ১০৷৷০ কাত ও আনুমানিক মূঃ দেওয়া নাই।

৯১ থাং ডিঃ ঐ দেঃ বক্রেশ্বর দাস দিং দাবি ১২।৶৯ পং ঐ মৌঃ রঘুনপুর ৩।২ কাত ।৵০৷৷ আঃ ৫৲

১৪৬ থাং ডিঃ ভজহরিনাথ দিংদেঃ নির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দাবি ২৬৵১৫ পং ঐ মৌঃ কানুপুর ৬৷৷০ কাত ৫৷৷৵ আঃ ২০

১১৬ থাং ডিঃ রসময় সিংহ দিং দেঃ আসগর সেখ দাবি ১৭৷৩ পং মঙ্গলপুর মৌঃ ইংলিশ ২৷৷২ কাত ১৷৷৶১৪৷৷ আঃ ১০৲

৯৭ থাং ডিঃ ঐ দেঃ সাকির সেখ দীং দাবি ১৫।৶০ পং ঐ মৌঃ ঐ ১৵০ কাত ১৲ আঃ ৫৲

১১১ থাং ডিঃ রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেঃ মেহের সেখ দাবি ১৬৮৵১৭৷৷ মৌজাদি ঐ ৩৷৷৪ কাত ২৮৮ আঃ ৫৲

১৮১ থাং ডিঃ বিমলেন্দু সিংহ চৌধুরী নাঃ দিং দেঃ রমজান সেখ দাবি ১৬৵৬ পং ঐ মৌঃ কদমতলা ৪।৪ কাত ২৷৷৵১৫ ১৩২৯ সাল হইতে টাকা প্রতি জমার উপর ৶১০ বৃদ্ধি হইবে

৫৬ থাং ডিঃ মহম্মদ হজরতালি বিশ্বাস দেঃ নবুয়াতালী সেখ দীং দাবি ১৩৮৵৯ পঃ সুলতান উজিয়ান মৌঃ কুসুমগাছী ।৩। কাত ১।৵৬ আঃ ১০৲

১০৮ থাং ডিঃ বসন্তকুমার দাস দেঃ নিরদবরণ চট্টোপাধ্যায় বং দাবি ১৬।০ পং ঐ মৌঃ হিলোড়া ৮১৮৶ কাত ১৲ আঃ ৭৲

—— —

কেবল দেড় টাকায়

প্রত্যেকেরই নিত্য প্রয়োজনীয়

নিম্নলিখিত ৬ দফার যে কোন জিনিষ পাইবেন এক সঙ্গে ৬ দফা জিনিষ ৮৲ টাকায় পাইবেন।

PAID.
URGENT.
DUPLICATE.
CANCELLED.
BOOK-POST.
REPLIED.
COPIED.
REGISTERED.
REFUSED.
Original.
Reference No.
STAMPED.

১। ৩ হার্ডে ষ্ট্যাম্প—উপরের নমুনা অনুযায়ী ১২ টি রবার ষ্টাম্প।
২। রবার ষ্ট্যাম্প—বাদামী, গোল, স্কোয়ার ইত্যাদি. নানা রকমের fancy ডিজাইনে নাম ও ঠিকানা যুক্ত।
৩। নম্বারিং রবার ষ্ট্যাম্প—ইহাতে ৯৯৯৯ পর্য্যন্ত নম্বর করা যাইবে।
১। ডেটিং ষ্ট্যাম্প—তারিখ, মাস ও সন বদলান যাইবে।
২। পকেট প্রেস—১ হইতে ৫ অক্ষর আছে।
৩। পিত্তলের শিলমোহর—পিতলের হাণ্ডেল সহ রেজেষ্টারী চিঠিপত্রে গালায় ছাপিবার জন্য, কালিতেও ছাপা চলে। নাম বা মনোগ্রাম পাঠাইলে প্রস্তুত হয়।

আর, এন, দত্ত এণ্ড কোং এনগ্রেভার্স
৩৭।৪নং মার্কিসম রোড কলিকাতা।

জবাকুসুম তৈল

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৷৶০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯৷৷০ সারে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা ৵।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি উপসর্গ স্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৶০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৶০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১২ টাকা ভিঃ পিতে ১।৵

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;

চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

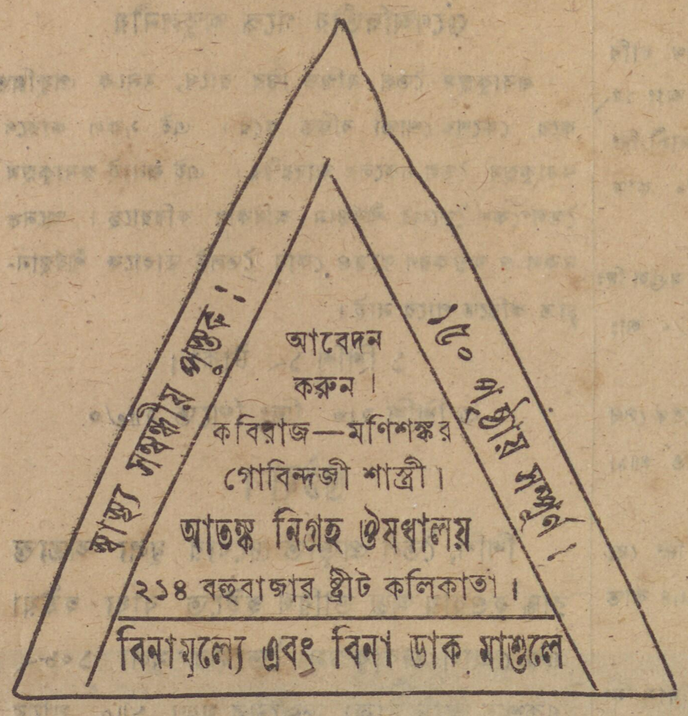

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!

আবেদন করুন!

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ!

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কন্যের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৻৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৻৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৴৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৴৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ·

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৴৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড টেরিটবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।

রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶৹ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল

রঘুনাথগঞ্জ